দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 OCT 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ২০শে আশ্বিন, ১৩৯৪

'আইন পরীক্ষার্থীদের বেআইনী কারবার !'

সহযোগী একটি দৈনিকের নিজস্ব রিপোর্টারের দেয়া সাম্প্রতিক একটি খবরের এই শিরোনামটি যেমন কৌতুকের তেমনি মর্মভেদকারী। এরপরে আমাদের কেবল প্রতীক্ষা করতে হবে এমন একটি সংবাদের যার শিরোনাম হবে 'বেআইনী পরীক্ষার্থীদের আইনী কারবার।' কিন্তু সেদিনটি কবে আসবে ?

প্রতিবেদনটি একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের। কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা নাকি অনেকেই প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এরাই অন্য সময়ে স্কুল-কলেজের পরীক্ষার সময়ে নকল প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করেন। নকল করা অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের ধরে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কারের শাস্তিমূলক দণ্ড প্রদান করেন। আলোচ্য পরীক্ষার বিষয় ছিল নাকি 'আইন'। আন্দাজ করা যায় উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক অফিসার পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্রে জিজ্ঞাসা ছিল : আইন কাকে বলে ? আইন পালনের সামাজিক তাৎপর্য কি ? আইন অমান্যের ক্ষতির পরিধি কতদূর ব্যাপ্ত ? আইন অমান্যের দণ্ডের ভিত্তি কোন্ বিষয়ে কি ? ইত্যাকার প্রশ্ন। এমন প্রশ্নই স্বাভাবিক। আমাদের প্রশাসকরা এসব প্রশ্নের জবাব দিবেন। এনিয়ে চিন্তা-চর্চা করবেন। জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ই পঠন-পাঠন এবং অভিজ্ঞতা-নির্ভর। তা অবশ্যই পরিশ্রমসাধ্য। কিন্তু উল্লিখিত পরীক্ষায় মান্যবর পরীক্ষার্থীবৃন্দ বিনা চিন্তায় এবং বিনা অধ্যয়নে তাদের নির্ধারিত পাঠ্য-পুস্তক সম্মুখে উন্মুক্ত করে জবাবদানকে সহজসাধ্য করতে চেয়েছেন। ঘটনাটি আমাদের দেশ-কালের প্রেক্ষিতে অপ্রত্যাশিত না হলেও এটি অবশ্যই গভীর তাৎপর্যবাহক।

একটি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কলেজের অধ্যক্ষ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ তাদেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। উচ্চতর প্রশাসন পরীক্ষার্থীদের এমন কর্মকাণ্ডে বেকুব বনে গেলেও তাদের বহিষ্কারের সাহস দেখাতে পারেননি। এটিও স্বাভাবিক। অবশেষে তাঁরা পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে স্মারকলিপিসহকারে অনুরোধ করেছেন তাদের সুনামের খাতিরে তাদের কলেজটিকে যেন পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা থেকে 'বহিষ্কার' করে দেয়া হয়। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রটি যেন বাতিল করা হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রটির পরিচালকদের এমন অসহায় অবস্থা এবং আবেদনের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে সহানুভূতি বোধ করি।

কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রটির এমন আত্মবহিষ্কারের প্রস্তাবে তো সমস্যার সমাধান নেই। তাদের এমন আত্মবহিষ্কারের প্রস্তাব যদি আলোচিত পরীক্ষার্থীদের অন্তরে কিছুটা আত্মসমালোচনাবোধের সৃষ্টি করে তবেই হয়তো এর কিছুটা সার্থকতা থাকতে পারে।

বস্তুত ঘটনাটি এবং তার এই প্রতিবেদন একদিকে যেমন নকল তথা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতারণা বিস্তারের গভীরতার সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তেমনি তা থেকে আতীয়ভাবে যে আত্মসমালোচনা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তার দিকনির্দেশক হিসেবেও কাজ করতে পারে।

আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শেকলে শেকলে বাঁধা। জীবনের শেকল। গভীর সত্য কথা। কিন্তু সাধারণ ঘটনা তাকে উদঘাটিত না করলে আমরা তাকে উপলব্ধি করতে পারি না। যে প্রশাসকরা আইনের পরীক্ষায় বসেছেন তাদের অধিকাংশইযে এক সময়ে স্কুল এবং কলেজে পরিশ্রমসাধ্য অধ্যয়নের বদলে সহজসাধ্য নকলের মাধ্যমে অতীতের পরীক্ষাসমূহকে অতিক্রম করে এসেছেন, এ কথা বললে এই পরীক্ষার্থীবৃন্দ কি ক্ষুব্ধ হবেন ? সকলে নন। অধিকাংশ। আমরা সকলে নই। আমাদের অধিকাংশ। এবং যে অংশ এই অধিকাংশের বাইরে থেকেছি কিংবা আছি, তারাও অনুক্ষণ এই মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছি, আমরাও অধিকাংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে অধিকাংশকে সর্বাংশে কেন পরিণত করলাম না।

হা, বন্যার যে প্রবল এবং বিরামহীন ধারা চলছে তাতে অধিকাংশ অচিরেই সর্বাংশে পরিণত হবে। তখন চাঁদের ষোলকলা পূর্ণ হবে এবং তখন আমরা দেখতে পাব জীবনের যথার্থ সার্থকতার কোন ক্ষেত্রেই পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। পরীক্ষায় কৃতিত্বের যদি কোন মান থাকে, নকল করা পরীক্ষায় সে মান অচিরেই বিনষ্ট হতে বাধ্য। আমাদের জাতীয় জীবনের সেই অবস্থা। নকল করে সার্থকতা অর্জনের চেষ্টা আত্মপ্রতারণা বৈ আর কিছু নয়। এ বোধটি যেদিন উপলব্ধ হবে সেদিন নিশ্চয়ই একটি খবর তৈরী হবে এবং তার শিরোনাম হবে 'বেআইনী পরীক্ষার্থীদের আইনী কারবার।'